বঙ্গবাণী পিকচার্স
আপনাদের
সাবধান
ক'রে দিচ্ছেন!
6-4-56
পরিবেশক • নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড

সাবধান

বঙ্গবাণী পিকচার্সের
নিবেদন

প্রযোজনা : হীরেন্দ্র ভৌমিক

কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা : সুধীর ঘোষ

পরিচালনায় সহকারী : মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবুলাল। তত্ত্বাবধানে : সুব্রত মুখার্জি। সঙ্গীত পরিচালনা : বীরেন ভট্টাচার্য্য। সহকারী : শ্যামল দাশ গুপ্ত, সুনীল গুপ্ত। আলোকচিত্র : তারক দাস। সহকারী : অমিয় সেন গুপ্ত, মণীশ দাশ গুপ্ত, অনিল ঘোষ। শব্দযন্ত্রী : গৌর দাশ। সহকারী : সিদ্ধি নাগ। শিল্পনির্দ্দেশনা : গৌর পোদ্দার। সহকারী : নির্ম্মল কর। সম্পাদনা : রবীন দাশ। সহকারী : অনিল সরকার। গীতিকার : সরল গুহ। নেপথ্য সঙ্গীত : আলপনা বন্দ্যো:, তরুণ বন্দ্যো:। রূপসজ্জা : শক্তি সেন। সহকারী : গৌর দাশ। নৃত্য-পরিচালনা : কেনেট কুমার। আবহ সঙ্গীত : হিমাংশু বিশ্বাস এবং সম্প্রদায়। ব্যবস্থাপনা : সুবল ভৌমিক, শান্তি শেখর, শ্যামল ভৌমিক। সহকারী : সুনিল চক্র:। পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত। সহকারী : রবি দাশ গুপ্ত। রেখা অঙ্কন : দেবব্রত দাশ গুপ্ত। সহকারী : নির্ম্মল চন্দ।

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : প্রমোদ সরকার। স্থিরচিত্র : কমল মুখার্জি রথীন রায়।

আলোক সম্পাত : মণ্টু, অনিল, হেমন্ত, তারাপদ, সুখরঞ্জন, বোস।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
ফিল্ম সার্ভিসেস্ লিঃ লেবরেটরিজে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক :

নারায়ণ পিকচাস লিমিটেড।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

কুমার বীরেন (তারি এষ্টেট)

মনতোষ রায় (বিশ্বশ্রী)

প্রচার পরিচালনা :

অনুশীলন এজেন্সী লিমিটেড।

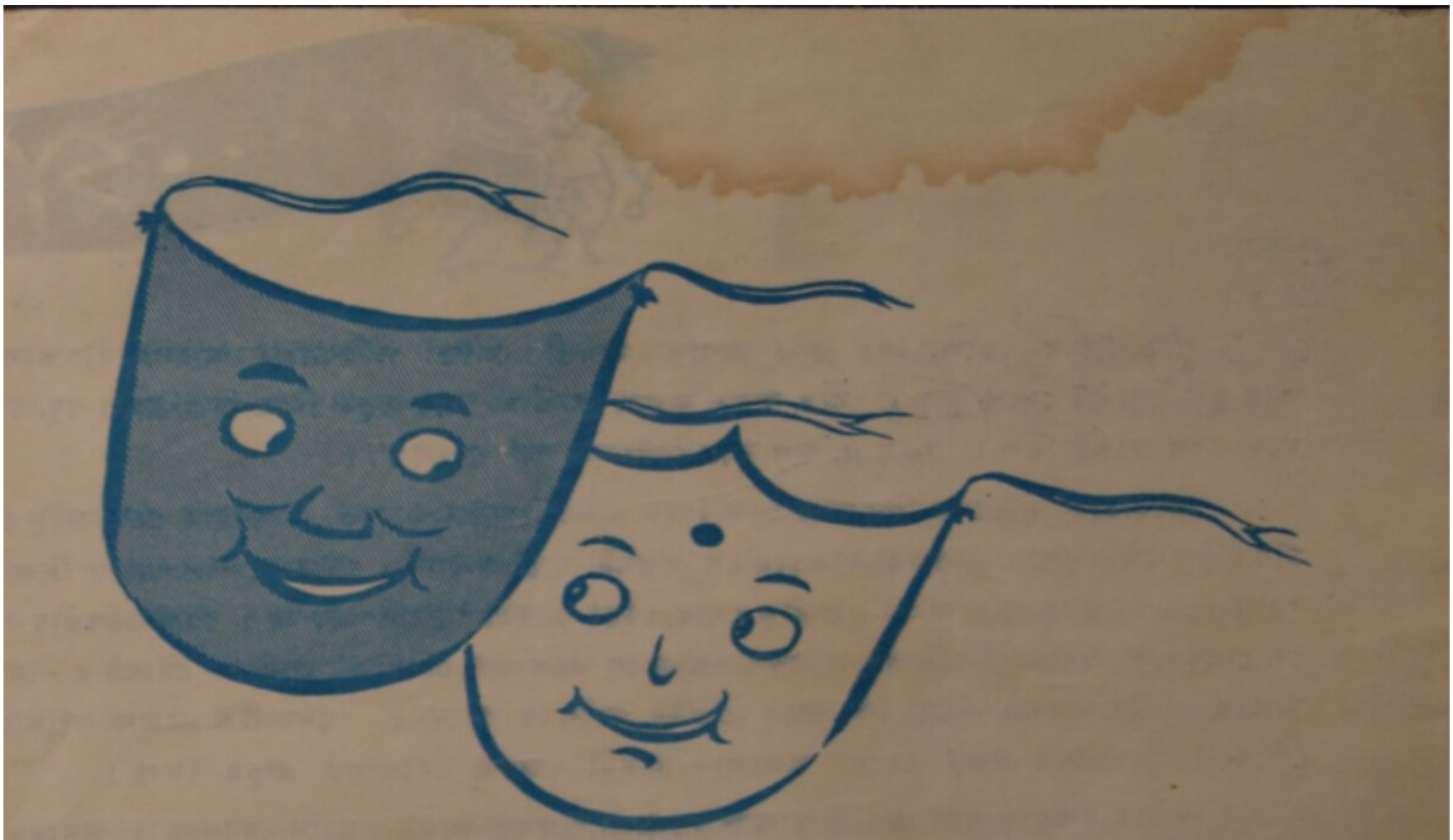

চরিত্রায়ণে

সত্য বানার্জি : বীরেন চ্যাটার্জি : ভানু বানার্জি
সন্তোষ সিংহ : তুলসী চক্রবর্ত্তী : জহর রায়
আশু বোস : নবদ্বীপ হালদার : নৃপতি চ্যাটার্জি
হরিধন মুখার্জি : অজিত চট্টোপাধ্যায় : বাণী কণ্ঠ।
খগেন পাঠক, বেচু সিংহ, ধীরাজ দাস, আদিত্য বোস, তারক গাঙ্গুলী, সুব্রত, পান্নালাল, শঙ্কর, নীরেন, শ্যামল, ভগবান, মন্টু, প্রভাস, অমল, সতীশ, ক্ষেতু।

সাবিত্রী চ্যাটার্জি : মঞ্জু দে : সবিতা চ্যাটার্জি
মলিনা দেবী : অণুশীলা : রাজলক্ষ্মী (বড়)
চিত্রা মণ্ডল : আভা : ইরা : ইলা
কমলা : আশা।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে, নাম তার প্রণতি চক্রবর্ত্তী। গোঁড়া পরিবারের আদর্শবাদী ভাল ছেলে সে, লেখাপড়া শিখে কলকাতায় সওদাগরী আফিসে চাকুরী করে, মেসে থাকে, আর ছুটী পেলেই দেশে যায়। ঘরে আছে কাকা কাকীমা আর নতুন বিয়ে করা গ্রাম্য বধূ, স্নেহলতা। আর্থিক অবস্থা ভাল না হলেও মন খোলা, সরল, সচ্চরিত্র—প্রণতি নিজের গণ্ডীর মধ্যে বেশ সুখেই ছিল। কিন্তু এ সুখ তার বেশীদিন সহ্য হোল না।

মারোয়াড়ী মনিবের প্রিয়পাত্র হতে গিয়ে বাঙ্গালী ম্যানেজারের (সাহেবি মেজাজ) কোপ দৃষ্টিতে সে পড়েই ছিল, তার ওপর দেশে গিয়ে আফিস কামাই করার ফলে প্রণতি চাকরীটুকু খোয়ালো। চাকরী যাওয়ায় সে প্রথমটা দুঃখিত হয়নি, কেন না তার ধারণা ছিল শিক্ষিত কাজের লোকের চাকরীর অভাব হয় না। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে যতই দিন যেতে লাগলো, সে বুঝতে পারলো যে মুরুব্বীর জোর ছাড়া চাকরী পাওয়া যায় না। পথে চাকরীর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখা হয়ে গেল সেই মেয়েটীর সঙ্গে, যাকে তাদের মেসে একদিন সে দেখেছিল এবং বকুনি দিয়েছিল পুরুষদের মেসে এসে রূপ দেখাবার জন্যে। মেয়েটীর নাম কমলা। প্রণতি অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে মাত্র কয়েকদিন আগে যাকে সে দেখেছিল অত্যন্ত গরীব অবস্থায়—সে কি করে মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে? মেয়েটিই তাকে জানালো যে কমলা নাম বদলে এখন তার নাম হয়েছে অসীমা, এবং সে ভাল চাকরী পেয়েছে। তারপর একটু হেসে বললো—চাকরী ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রচুর ফিল্ড।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে প্রণতি ভাবতে লাগলো পুরুষরা তাহ'লে যাবে কোথায়! খবরের কাগজ খুললে দেখা যায়—চাকরী ক্ষেত্রে কেবল মেয়েদের চাহিদা। বাসে একটা ভ্যানিটী ব্যাগের মারফৎ তার পরিচয় হয়েছিল 'নারী মঙ্গল অগ্রাধিকার সমিতি'র সেক্রেটারী প্রহেলিকা দেবীর সঙ্গে; তার কাছে চাকরীর খোঁজ করতে শুনলো—পুরুষদের জন্য কোন চাকরী নেই। এমনি দিনে একদিন রাজপথে তার দেখা হোল রাজ-জ্যোতিষীর সঙ্গে। ফুটপাতে বসে পথচারীদের ডাকছে "আইসেন, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান জাইনা যান", রাজ-জ্যোতিষী কার্ত্তিক মুখুটী।

অবশেষে একটা ফন্দী এঁটে ঘর ভাড়ার সন্ধানে যার বাড়ীতে গিয়ে প্রণতি হাজির হোল, সে আর কেউ নয়, সেই রাজ-জ্যোতিষী। একটা মিথ্যে অসুখের টেলিগ্রাম করে আনিয়ে নিল তার গ্রাম্য বধূকে কলকাতায়—আর লেগে গেল স্নেহলতাকে লেখা পড়া শিখিয়ে আপ-টু-ডেট করে ভোল বদলাবার কাজে। তারপর লেখাপড়া শিখিয়ে স্নেহলতার 'স্নেহ' উহ্য করে শুধু 'লতা' বানিয়ে, সিঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া খুলে 'কুমারী' সাজিয়ে তাকে পাঠালো চাকরী করতে, আর নিজে দেখতে লাগলো ঘর-কন্নার কাজ, রান্না-বান্না ইত্যাদি। প্রথমে লতা আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে গেল। তার থেকে এল লতার দাবী; প্রণতির এল সংশয়, সন্দেহ। যে ছিল অতি কাছের, সহরের চোখ ধাঁধানো মোহ তাকে

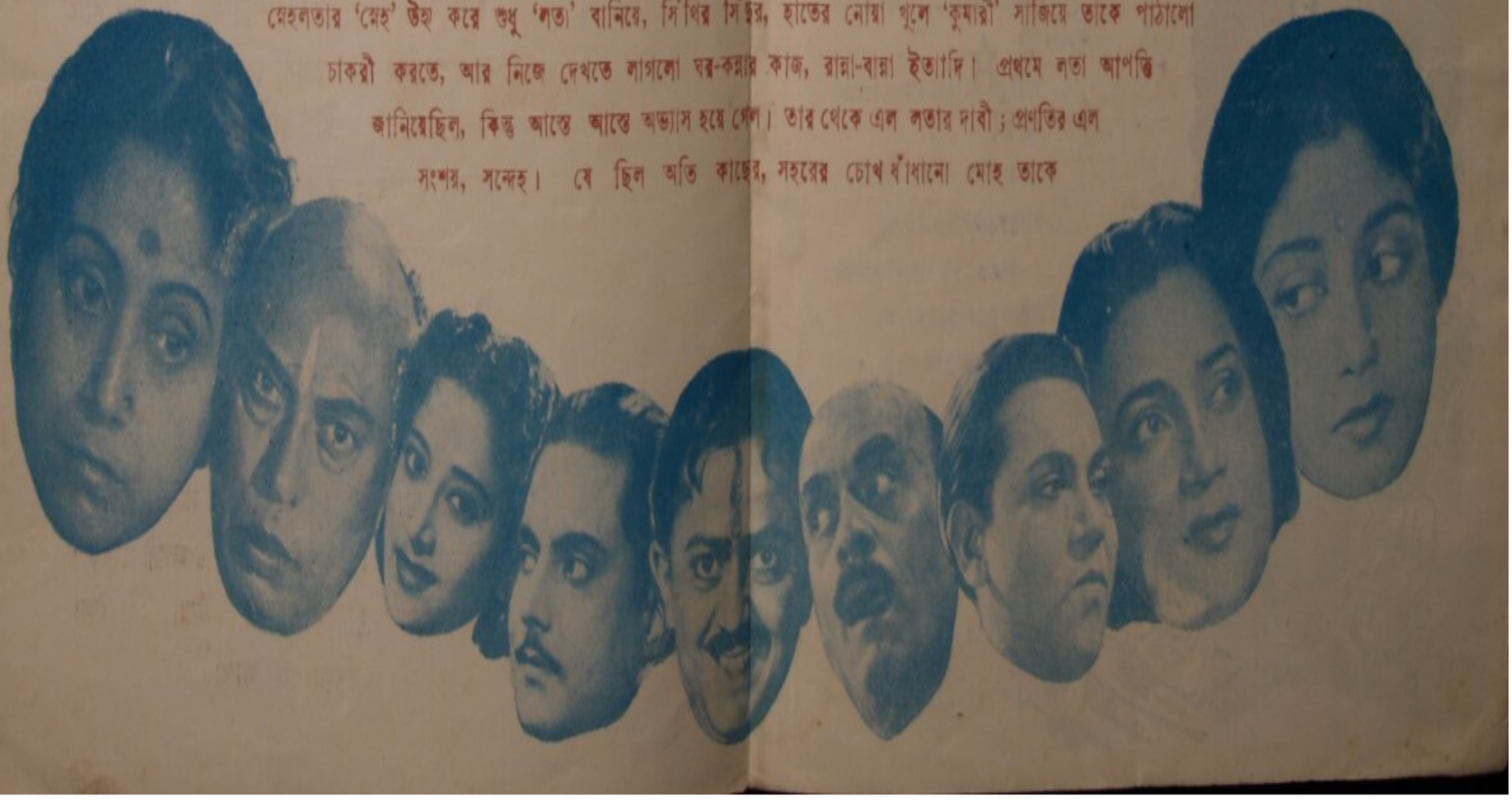

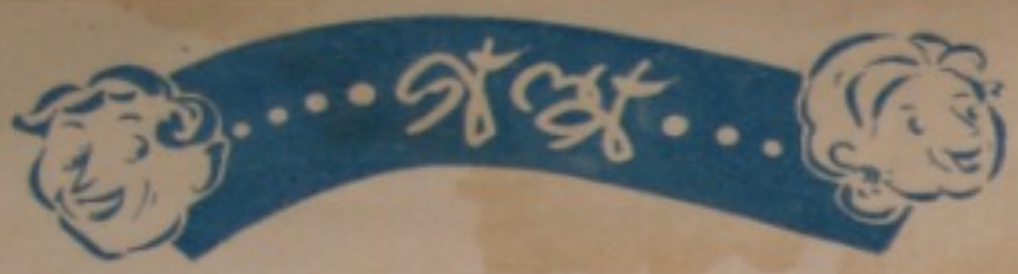

নিয়ে গেল অনেক দূরে। যাকে চাকরীর জন্যে বাহিরে পাঠাতে একদিন হয়ে উঠেছিল ব্যগ্র, আজ আবার তাকে ঘরে ফিরে যাবার জন্য প্রণতি হয়ে উঠলো ব্যাকুল! প্রণতি অনেক সলা-পরামর্শ, অনেক ফন্দী-ফিকির করতে লাগলো মুখুটীর সহায়তায়, কিন্তু ফিরে কি পেল—তার সেই পুরোণো দিনের গ্রাম্য বধূটিকে?..................

সত্যই সে ফিরে পেল নারীত্বের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায় তার বিস্মৃত দিনের স্নেহলতাকে—অনেক বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে। যখন লতা দেখলো যে তার আফিসের মনিব তার সঙ্গে মেলা মেশার সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ করতে চলেছে, যখন সে দেখলো তার স্বামী অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে উঠ্ছে, তখনই সে তার ভুল বুঝতে পারলো।

☆☆
☆

(১)

মৌপিয়াসী অলির এ গান কি যে যাদু জানে।
গুন গুনিয়ে শুনিয়ে যাবো সবার কানে কানে।
ফুলের বুকে রয় যে মধু
তাইতো চলে ভ্রমর বঁধু
দখিনা বায়ে উতল হয়ে ফুল কলির টানে।
একটু দেখা একটু হাসি অলক দোলানো।
কপোল রাঙা সরম ভাঙ্গা স্বপন জড়ানো।
চাঁদের চোখে লুকোচুরি
এলো খোঁপায় একটি কুঁড়ি
পরিয়ে দেবো আপন হাতে চেয়ে
চোখের পানে॥

(২)

জাগলো ফাগুনদিন বাজলো আশার
বীণ বাজলো।
তোমার আমার হিয়া নব অনুরাগে
প্রিয়া রাঙলো॥
মনে মোর মধু যামী এলো রে
ফুল ডোরে নীপ শাখে দোল রে
আবেশে বিভোর তনু কে যেন
কে যেন মধুর মোহে বাঁধলো॥
আঁখি দীপে আজো সখি জ্বালো গো।
আলেয়ার মায়া নয় আলো গো।
মনের কামনা মোর সরমে জড়ানো
ডোর ভাঙ্গলো॥

(৩)

আজব হাওয়া এলো রে আজ এই দুনিয়ায়।
হারিয়ে গেল যার যা কিছু উতল হাওয়ায়॥
পোষা পাখী পোষ না মানে
উড়ে বেড়ায় আসমানে
শিক্‌লি বেঁধে আপন ঘরে রাখা হ'লো দায়॥
বিবি চলে টহল দিতে
বাবু বসেন খিড়কীতে
আজ বুড়া বাচ্চা কেউ না সাচ্চা
কালের মহিমায়॥

নারায়ণ পিকচার্স লিঃ-র পরিবেশনায়

ছায়াসঙ্গিনী

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, বসন্ত, ছবি, সুপ্রভা, বাবুয়া জহর গাঙ্গুলী। আলোকচিত্র ও পরিচালনা ঃ বিভূতি ঘোষ।

শ্রীশ্রীমা

নাম ভূমিকায় ঃ অনুভা গুপ্তা। ঠাকুরের ভূমিকায় ঃ গুরুদাস। পরিচালনা ঃ কালিপ্রসাদ ঘোষ। সুর ঃ অনিল বাগচী।

মর্ত্যের মৃত্তিকা

উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনের অনুপম অভিনয়-নৈপুণ্যে ভাস্বর। পরিচালনা ঃ সুধীর মুখার্জী। সুরসৃষ্টি ঃ হেমন্ত মুখার্জী।

মামলার ফল

কাহিনী ঃ শরৎচন্দ্র। পরিচালনা ঃ পশুপতি চ্যাটার্জী। সুরসৃষ্টি ঃ রবীন চ্যাটার্জী। চিত্রনাট্য ঃ শৈলজানন্দ মুখার্জী।

শিল্পী

প্রধান দুটি চরিত্রে ঃ সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার। পরিচালনা ঃ অগ্রগামী। সুর ঃ রবীন চ্যাটার্জী।

আগামী কয়েকটি অবিস্মরণীয় অবদান

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।